অতি জরুরি
ই-মেইল যোগে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং-৩৩.০০.০০০০.১০৮.২৩.০২৩.১৯.৬১৬

তারিখঃ ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ২২ মে ২০১৯

বিষয়ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আয়োজিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.২৩.০০৩.১৯.২২৪, তারিখ: ১৬ মে ২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১২ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আয়োজিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীর নির্দেশনা অনুসরণের জন্য ছায়ালিপি নির্দেশক্রমে এতৎসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৬৪৮০
ই-মেইলঃ dsmofla@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪। জনাব রনজিৎ কুমার (যুগ্মসচিব), পরিচালক (অর্থ) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেইট, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
৯। উপ-পরিচালক (যুগ্মসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১০। অধ্যক্ষ, মেরিন ফশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম।
১১। রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিল, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
১২। ড. মোঃ জিল্লুর রহমান, উপপরিচালক (মৎস্যচাষ) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১৩। ডাঃ মোঃ হাসান ইমাম, উপপরিচালক (চঃ দাঃ) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেইট, ঢাকা।
১৪। ড. মোঃ ইনামুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
১৫। ড. গৌতম কুমার দেব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
১৬। ডাঃ মোঃ এনামুল কবীর, তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অফিস কপি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
আবেদন নং ১২২০ তারিখ ২০/৫/১৯
যুগ্ম প্রধান
সচিব (প্রশাসন)/১/২/৩/৪
সচিব
অতিঃ সঃ
প্রশাসন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আয়োজিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সভার স্থান: মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
তারিখ ও সময়: ১২ মে ২০১৯, রবিবার, সকাল ১১:০০ মিনিট
সভায় উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন যে, সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়পূর্বক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি সভায় উপস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করার অনুরোধ জানান।

২। প্রধান সমন্বয়ক জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপনকে উপলক্ষ করে সকল মন্ত্রণালয়ের সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে সভা আহ্বান করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব ও সচিববৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'** এবং **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র** গঠন ও কার্যপরিধি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকার পঞ্চম তলায় বাস্তবায়ন কমিটির অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে গত ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে উভয় কমিটির প্রথম যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে গত ৮ এপ্রিল ২০১৯ এবং ২ মে ২০১৯ তারিখে বাস্তবায়ন কমিটির দু'টি সভা কমিটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩। প্রধান সমন্বয়ক সভায় অবহিত করেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৮টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এসব কমিটি ইতোমধ্যে বেশ কিছু সভা করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথসভা ও বাস্তবায়ন কমিটির দুটি সভায় প্রাপ্ত প্রস্তাব ও পরবর্তীতে লিখিতভাবে প্রাপ্ত অন্য সকল প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনাপূর্বক বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত করা হবে।

৪। প্রধান সমন্বয়ক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২০ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করেছেন। যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকীর এই উৎসব প্রতিপালিত হবে। এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাবো। একই সঙ্গে আমাদের জাতিরাষ্ট্রের জনক হিসেবে তাঁর অনন্য সাহসী অবদানকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। ২০২০

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
আবেদন নং ১২২৪ তারিখ ২০/৫/১৯

অতি: সচিব (প্রশা / প্রাণি: ২ / নিরীক্ষা)	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
যুগ্মসচিব (প্রাণি-১ / ২ / ৩ / ৪)	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
যুগ্মসচিব (গু-ই / মৎস্য / বাজেট)	উপস্থাপন করুন
যুগ্মপ্রধান / উপসচিব (/ উপপ্রধান	আলোচনা করুন
সচিবের একান্ত সচিব	মন্তব্য/ মতামত দিন

স্বাক্ষর

সালের ১৭ মার্চ জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন শুরু হয়ে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ শেষ হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই জন্মশতবার্ষিকী একটি বিশেষ সময়কালের অর্জন ও গৌরবের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকীর সমাপনী আয়োজনের সঙ্গে এ সময় যোগ হবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের বাংলাদেশে রূপান্তরের মাইলফলক। জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি জাতির সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর ভাবমূর্তি সমুন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন করবে এবং গৃহীত কর্মপরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমন্বয় সাধন করবে। তিনি গত ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরিত পত্রে ১৫ মে তারিখ পর্যন্ত প্রদত্ত সময়সীমার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা সভায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

৫। আলোচনার এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত সচিববৃন্দের অনুরোধে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত তাঁদের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য আগামী ১৯ মে ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি ক্যালেন্ডার তৈরির কাজ সম্পাদন করা হবে বলে প্রধান সমন্বয়ক সভায় অবহিত করেন।

৬। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল সিনিয়ির সচিব ও সচিববৃন্দ মতামত প্রদান করেন তাঁরা হলেন: সর্বজনাব মোঃ শফিউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; মোঃ নজিবুর রহমান, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ড. শামসুল আলম, সদস্য (সিনিয়র সচিব), পরিকল্পনা কমিশন, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ; ড. জাফর আহমেদ খান, সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়; ড. এম আসলাম আলম, রেক্টর ও সিনিয়র সচিব, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জুয়েনা আজিজ, সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মোঃ আসাদুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; এন এম জিয়াউল আলম, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; মোস্তফা কামাল উদ্দীন, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ; মোঃ মফিজুল ইসলাম, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; মোঃ নুরুল আমিন, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ; মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; বেগম কামরুন্নাহার, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এস এম আরিফ-উর-রহমান, ভারপ্রাপ্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

আলোচনা: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

৭। মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ভিত্তিক আলোচনার প্রথমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান সভায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন:

- মাননীয় স্পিকার একটি সভা করেছেন যেখান থেকে ৪০টির মত ধারণা পাওয়া গেছে;
- জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় সংসদে একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হবে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রদত্ত ভাষণসমূহ নিয়ে জাতীয় সংসদ নিজস্বভাবে অনুষ্ঠান করবে;
- স্থায়ী কমিটিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি গ্রহণ করবে;
- জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব এলাকাভিত্তিক আয়োজনে ভূমিকা রাখবেন।

সিদ্ধান্ত

বাস্তবায়ন কমিটি এবং জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত ৮টি উপকমিটির কর্মসূচির সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত কর্মসূচির সমন্বয় করা হবে।

আলোচনা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৮। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জুয়েনা আজিজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে সভায় অবহিত করেন:

- বর্তমানে ১০ লক্ষ প্রতিবন্ধীকে সরকারি ভাতা প্রদান করা হয়। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ। মুজিব বর্ষে এই ১৪ লক্ষ প্রতিবন্ধীর সকলকে অর্থাৎ শতভাগ প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদান করা হবে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসমাপ্ত আত্মজীবনী ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ২০২০ সালের মার্চ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁকে দিয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তাঁদের উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

আলোচনা: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৯। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাহবুবুজ্জামান, সচিব (দ্বিপাক্ষিক-এশিয়া ও প্যাসিফিক) সভায় অবহিত করেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ও যোগাযোগ উপকমিটির প্রথম সভা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সভায় যেসকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

- একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনের জন্য ৩৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির খসড়া তালিকা তৈরি করা হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হবে;
- বিদেশে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বাংলাদেশের মিশনসমূহে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ও যোগাযোগ উপকমিটির কাজের সমন্বয় করার লক্ষ্যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা আগামী ১৯ মে ২০১৯ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বরাবর প্রেরণ করবে।

আলোচনা: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

১০। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মফিজুল ইসলাম মন্ত্রণালয় ভিত্তিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় আয়োজনের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ে জোর দেন। তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়ের পক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় উপস্থাপন করেন:

- ব্যবসায়ীরা ও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন নিজস্বভাবে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন করবে;
- মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে;
- জাতীয় পর্যায়ের আয়োজনের সঙ্গে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে।

সিদ্ধান্ত

- বাস্তবায়ন কমিটির সাথে সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- ব্যবসায়ীদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করা হবে;

আলোচনা: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১১। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহিদ উল্লা খন্দকার সভায় অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়ে দুইটি সভা করা হয়েছে। সভায় নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে:

- স্ট্যাচু অব লিবার্টির আদলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশের খ্যাতনামা আর্কিটেক্টসহ পি ডব্লিউ ডি-কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;
- জাতীয় কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটির পরামর্শ ও নির্দেশনা মোতাবেক ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে মান মন্দির স্থাপনের কাজ শুরু করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

- জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে এসব বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;
- বাস্তবায়ন কমিটির সাথে সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

আলোচনা: মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমান সভায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন:

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কার্যক্রমের সাথে জাতিসংঘ ও ইউনেস্কোর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;
- সামগ্রিক আয়োজনের সাথে আইন ও বিচার বিভাগের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করা;
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

সিদ্ধান্ত

- জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপনসহ ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে তাঁর বাংলায় ভাষণ প্রদানের ঐতিহাসিক ঘটনাকে উদ্‌যাপনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হবে;
- জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের একটি দিন বিচার বিভাগের সাথে সমন্বয় করে পালন করা হবে।

আলোচনা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৩। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এস এম আরিফ-উর-রহমান বাস্তবায়ন কমিটির নিকট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত কর্মপরিকল্পনা বাজেটসহ প্রেরণ করা হবে কিনা এ বিষয়ে নির্দেশনা কামনা করেন।

সিদ্ধান্ত

মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচি নিজস্ব বাজেটে বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় বরাদ্দ প্রদান করবে।

আলোচনা: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৪। এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:

- প্রতি বছর মার্চ মাসে প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ এবং বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা;
- আগামী বছর প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ শিশু যেন বাংলা ও ইংরেজিতে পঠন দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেরূপ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।

সিদ্ধান্ত

ক্রীড়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন উপকমিটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ এবং বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টের সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

আলোচনা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৫। মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম কামরুন নাহার সভায় অবহিত করেন যে, প্রতিবছর ১৭ মার্চ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শিশুদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় শিশুদিবস পালন করা হয়। ২০২০ সালের ১৭ মার্চের শিশুদিবসের আয়োজন জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপনের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত

জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক টুঙ্গিপাড়ায় গৃহীত কার্যক্রমের সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব আয়োজনের সমন্বয় করা হবে।

আলোচনা: পরিকল্পনা কমিশন (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ)

১৬। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. শামসুল আলম নিম্নলিখিত বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:

- বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর হতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কৃষির উন্নয়নের জন্য যেসকল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্‌যাপনের তারিখের সাথে জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজনের সমন্বয় করা যাতে করে গ্রাম বাংলার কৃষক পর্যন্ত জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন পৌঁছে দেওয়া যায়;
- ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের নিজস্ব আয়োজনের সাথে কর্মসূচির সমন্বয় করা;
- ৩০ জানুয়ারী পরিকল্পনা কমিশন গঠনের তারিখে কমিশন কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করা।

১৬.১। মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের বিষয়ে সভায় অবহিত করেন:

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সারা বছর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে;
- ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবসের আয়োজন জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে;
- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বাজেটে ৪৫৬২টি ইউনিয়নে সারা বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসবের আয়োজন করা হবে।

১৬.২। মোঃ নুরুল আমিন, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ সভায় অবহিত করেন যে ৩০ জানুয়ারী পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হওয়ার তারিখ উপলক্ষ করে দ্রুত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং সকলকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হবে।

সিদ্ধান্ত

প্রস্তাব বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আলোচনা: জননিরাপত্তা বিভাগ

১৭। মোস্তফা কামাল উদ্দিন, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ বলেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশব্যপী যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা হবে তার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রদান করেন:

- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রধান করে একটি নিরাপত্তা উপকমিটি গঠন করা;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তিন বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে প্রদত্ত ভাষণ সংকলন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

সিদ্ধান্ত

- অন্যান্য উপকমিটির ন্যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে নিরাপত্তা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে;
- সরকারি কর্মচারীসহ অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণের সংকলন তৈরির ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

আলোচনা: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৮। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর ও সিনিয়র সচিব ড. এম আসলাম আলম নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করেন:

- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন করা, যার কাজ হবে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে কারিকুলাম প্রণয়ন;
- শান্তি এবং উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন নিয়ে গবেষণা করা;
- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে নির্মিতব্য একটি একাডেমিক ভবন আগামী ১৭ মার্চ ২০২১ সালে উদ্বোধন করা।

সিদ্ধান্ত

- ১৯ মে ২০১৯ তারিখের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করা হবে।
- বি পি এ টি সি ২০২১ সালের ১৭ মার্চের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে প্রস্তাবিত একাডেমিক ভবন উদ্বোধনের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
- নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে বি পি এ টি সিসহ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে উপজীব্য করে ট্রেইনিং মডিউল তৈরি করা হবে।

আলোচনা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১৯। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এন এম জিয়াউল আলম বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি স্থাপন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সিদ্ধান্ত

জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আলোচনা: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

২০। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম সভায় অবহিত করেন যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন উপলক্ষে নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করবে ও বাস্তবায়ন কমিটিকে অবহিত করবে।

সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সাথে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন আয়োজনের কর্মসূচি সমন্বয় করা হবে।

বিবিধ আলোচনা

২১। সভার বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সাধারণ আলোচনা হয়:

- মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করা হবে এবং প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষাক্রমে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করা হবে;
- মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে এবং বাস্তবায়ন কমিটিকে নিয়মিত অবহিত করা হবে;
- সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত ভাষণকে উপলক্ষ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবগণকে নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে;
- সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শকে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করে দুদক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে;
- দেশে ও দেশের বাইরে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপনের আয়োজনকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আই সি টি বিভাগের সহযোগিতায় ওয়েবসাইট তৈরির কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজনকে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যে মহিমান্বিত করার লক্ষ্যে সেবা ও উন্নয়নের এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাথে সমন্বয় করতে হবে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যুক্তিসঙ্গত বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

২২। প্রধান সমন্বয়ক বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে জনবল সরবরাহসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে ধন্যবাদ জানান। তিনি নিম্নলিখিত বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি আগামী ১ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা। ক্ষেত্র বিশেষে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে এরকম দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে;
- কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং কার্যক্রম যেন নিছক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না থাকে তা নিশ্চিত করা;
- যেসব কাজের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে সেগুলোকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিশেষ দিবসগুলোতে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ/সময় কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ করা;
- যেসকল প্রস্তাব সরাসরি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট, সেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাছাই পূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ব্যবস্থা নেবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন কমিটিকে অবহিত করা;
- যেসকল ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত সেখানে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব বাজেট হতে গৃহীত কর্মসূচির ব্যয় নির্বাহ করা;
- গৃহীত নানা কর্মসূচির প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করা;
- গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন যাতে মানসম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা;

- মন্ত্রণালয়/বিভাগের APA-তে সেবা/উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে অন্ততঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা যা জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে সমাপ্ত হবে। কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি পরিহার করা এবং এর জন্য বিশেষ নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- কার্যসম্পাদনে যাতে কোন দুর্নীতি না হয় সেদিকে কঠোরভাবে নজর রাখা;
- জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে স্থানীয় পর্যায়ে চাঁদাবাজিসহ জনবিরক্তির উদ্রেক করে এ ধরনের কর্মকান্ড যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা;
- উদ্‌যাপন কার্যক্রমে নারী, পুরুষ, যুবক প্রতিবন্ধীসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন কার্যক্রমে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা;
- মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট (ছুটিকালীন বিকল্পসহ) হিসেবে নির্ধারণ করা যাতে করে কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা সহজ হয়। ফোকাল পয়েন্টের তথ্য বাস্তবায়ন কমিটির অফিসে সংরক্ষণ করা হবে। সেজন্য আগামী ৭দিনের মধ্যে ফোকাল পয়েন্টের তথ্য (নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ইমেইল) বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে প্রেরণ করা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে গৃহীত কার্যক্রমের উল্লেখ করা ও গৃহীত কর্মসূচি প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া;
- উদ্‌যাপন আয়োজনের প্রচারের জন্য বাস্তবায়ন কমিটির মিডিয়া সেন্টারে সকল সংবাদ/তথ্য/ভিডিও ক্লিপ পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

২৩। সবশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬.০৫.১৯

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.২৩.০০৩.১৯.২২৪

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ১৬ মে ২০১৯

০১. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
০২. এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
০৩. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব... ... ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) :

০১. ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি;
০২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

(মোঃ ছাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-মেইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd